بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের কথা

আমরা সবাই কম-বেশি তিলাওয়াত করি; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ তিলাওয়াতই হয় প্রাণহীন। তাই কুরআন আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দেয় না, আমাদের মনোজগতে সাড়া ফেলে না, আমাদের হৃদয়ে হিদায়াতের নুর সৃষ্টি করে না। অথচ আমাদের সালাফরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তারা অঝোর নয়নে কাঁদতেন; প্রতিটি আয়াত তাদেরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেত; কুরআনের সঙ্গে কাটানো সময়গুলো তাদের জীবনকে সুরভিত করে রাখত। কুরআনুল হাকিমে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

> ‘মুমিন তো তারাই, আল্লাহর স্মরণে যাঁদের হৃদয় কম্পিত হয়, আর তাদের সামনে যখন তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা কেবল তাদের রবের ওপরই তাওয়াক্কুল করে।’[১]

সালাফের সঙ্গে আমাদের তিলাওয়াতের এই পার্থক্যের কারণ হলো, তারা আমাদের মতো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতেন না। তারা তাদাব্বুর সহযোগে তিলাওয়াত করতেন, প্রতিটি আয়াত নিয়ে গভীরভাবে ফিকির করতেন, আয়াতের অন্তর্নিহিত হিকমতগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনের একাধিক জায়গায় তাদাব্বুরের প্রতি আমাদের উৎসাহিত করেছেন :

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ آيَاتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

১. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২।

‘এটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার ওপর নাজিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুঝমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।’[২]

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

‘আর যাদেরকে আপন রবের আয়াতসমূহ শোনানো হলে তারা অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না।’[৩]

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

‘তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?’[৪]

সহিহাইনে এসেছে, ‘একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-কে বলেন : (اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ) “আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও।” তিনি বলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার ওপরই তো কুরআন নাজিল হয়েছে। আমি আপনাকেই কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাব?!” রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন, (إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) “হাঁ, শোনাও। আমার অন্যের মুখ থেকে কুরআন শুনতে মন চায়।” সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ সুরা নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। যখন তিনি এই আয়াতে এলেন : (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا)[৫] মাথা তুলে রাসুলুল্লাহর দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।”’[৬]

২. সুরা সাদ, ৩৮ : ২৯।
৩. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৩।
৪. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪।
৫. ‘যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব, তখন কী অবস্থা হবে?’ (সুরা আন-নিসা, ৪ : ৪১)
৬. সহিহুল বুখারি : ৪৫৮৩, ৫০৫০, ৫০৫৫; সহিহু মুসলিম : ৮০০।

সুনানে ইবনে মাজায় এসেছে, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ সুরা মায়িদার এই আয়াত (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[৭] পড়তে পড়তে সারা রাত কাটিয়ে দেন। এই অবস্থায় সকাল হয়ে যায়।'[৮]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা ﵂ বলেন, 'সাইয়িদুনা আবু বকর ﵁ যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না।'

একবার হাসান বসরি ﵀ পুরো রাত (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا)[৯] এই আয়াতটি পড়ে পড়ে কাটিয়ে দেন। এভাবে একসময় সকাল হয়ে যায়। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এই আয়াতে অনেক বড় নসিহত ও শিক্ষা লুকিয়ে আছে।'

শাইখ আহমাদ বিন হাজর মক্কি ﵀ তার বিখ্যাত রচনা 'আল-খাইরাতুল হিসান' গ্রন্থে লিখেন, 'ইমাম আবু হানিফা ﵀ একবার তাহাজ্জুদে এই আয়াত পড়েন : (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ)[১০] তিনি বারবার এই আয়াত পড়তে থাকেন। এভাবে একসময় সকাল হয়ে যায়।'

'তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত' গ্রন্থে মুফাক্কিরে ইসলাম শাইখ আবুল হাসান আলি নদবি ﵀ লিখেন, 'বাইতুল মাকদিস বিজেতা সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀ বড়ই বিনয়-নম্র অন্তরের অধিকারী ছিলেন। কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি প্রায়ই কাঁদতেন।'

❀❀❀

কুরআনের একেকটি আয়াত আমাদের জীবনের একেকটি দিককে আলোকিত করে। অনেক আয়াত আমাদেরকে তাকওয়া অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, অনেক

---

৭. 'আপনি যদি তাদের আজাব দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' (সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৮)

৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৫০।

৯. 'যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে তা (গুনে) শেষ করতে পারবে না।' (সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১৮)

১০. 'অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।' (সুরা আল-কমার, ৫৪ : ৪৬)

আয়াত হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করে, অনেক আয়াত গুনাহ পরিত্যাগে অনুপ্রাণিত করে, অনেক আয়াত মুসিবতে সবর করতে উৎসাহ জোগায়। আপনি যখন তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করবেন, কুরআনের অনেক আয়াত আপনার হৃদয়ে রেখাপাত করবে, আয়াতগুলো আপনার চিন্তা-চেতনার অংশে পরিণত হবে এবং আপনাকে আপনার অজান্তেই আলোকিত জীবনের পথে ধাবিত করবে। তাই গতানুগতিক তিলাওয়াতের এই অলসতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন। মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে হলেও তাদাব্বুরের পেছনে মেহনত করুন।

এক ভাই তার তাদাব্বুরে কুরআনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে আমাকে জানিয়েছেন, যখনই তিনি এই আয়াতটি পড়েন, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি তার বহুগুণে বেড়ে যায় এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত ভালোবাসা অনুভূত হয় :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ

> ‘হে মানুষ, কীসে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে তোমার মহান রব সম্পর্কে?’[১১]

বাংলা ভাষায় আমার জানামতে তাদাব্বুর নিয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়নি। যারা তাদাব্বুর নিয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে চান, তারা মাওলানা আতিকুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহর ‘আই লাভ কুরআন’ বইটি পড়তে পারেন।

❀❀❀

আপনার হাতের ছোট্ট বইটি তাদাব্বুর নিয়েই লিখিত একটি রচনা। বিদগ্ধ লেখক শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি এই পুস্তকে আপনাদের জন্য পেশ করেছেন সুরা ইউসুফের তাদাব্বুর। সুরা ইউসুফের আয়াতে আয়াতে ছড়ানো ইলম ও হিকমতের মণিমুক্তোগুলো তিনি গুছিয়ে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

১১. সুরা আল-ইনফিতার, ৮২ : ৬।

আরবি ভাষা শেখার পর কতবার সুরা ইউসুফ তিলাওয়াতের তাওফিক হয়েছে। কিন্তু শাইখ ফাইফির এই বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হয়েছে এটি কোনো সুরা নয়, ইলম ও হিকমতের বিস্তৃত সাম্রাজ্য। আলহামদুলিল্লাহ, এখন থেকে প্রতিবার সুরা ইউসুফের তিলাওয়াত আমার কাছে নতুন নতুন উপলব্ধি নিয়ে হাজির হবে। আমরা আশা করি, বইটি পড়ার পর একই অনুভূতি আমাদের পাঠক ভাইদেরও হবে। বিশেষ করে, শাইখের তাদাব্বুরের প্রক্রিয়া থেকে সচেতন পাঠকমাত্রই তাদাব্বুরের অনেকগুলো সূত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পারবেন, যেগুলোকে সামনে রাখলে কুরআনের অন্যান্য অংশ নিয়েও তাদাব্বুর করার যোগ্যতা তৈরি হবে।

❀❀❀

আমরা আর বেশি সময় নেব না, বইটি সম্পর্কে আরও কয়েকটি জরুরি তথ্য জানিয়ে বিদায় চাইব। বইটির মূল আরবি নাম (يُوْسُفيات)। আমরা অনুবাদে লেখকের উন্নতমানের গদ্যের আমেজ ধরে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কুরআনের অনুবাদে আমরা কোনো বিশেষ অনুবাদকে হুবহু তুলে দিইনি। আমাদের রুচিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় কুরআনের এমন বঙ্গানুবাদ আপাতত আমাদের সামনে নেই। তাই সরল ও প্রাঞ্জল একটি অনুবাদ আমরা পাঠকের সামনে পেশ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য কুরআনের সহজলভ্য অন্যসব বঙ্গানুবাদও আমাদের নজরে ছিল। বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও ড. ফজলুর রহমানের অনুবাদ থেকে আমরা ভরপুর সাহায্য নিয়েছি। বইয়ের শুরুতে আমরা সুরা ইউসুফ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলেছি এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের পুরো জীবন-ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি; যাতে তাদাব্বুরগুলো বুঝতে পাঠকদের কোনো ধরনের সমস্যা না হয়।

মূল বইয়ে টীকা ও উদ্ধৃতি ছিল না, আমরা অনেকগুলো ব্যাখ্যামূলক টীকা ও উদ্ধৃতি যুক্ত করেছি। তা ছাড়া সুরাটিকে রুকুর বিন্যাসে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি রুকুর জন্য আলাদা শিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হয়। এভাবে ভাগ করার আরও একটি কারণ আছে : মূল বইয়ে সূচিপত্র ছিল না, আমরা সূচিপত্র সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া হিসেবেই মূলত এভাবে বিন্যাস করেছি।

আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বইটিকে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে। তবুও মানুষ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সচেতন পাঠক ভাইয়েরা যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হন, তবে দয়া করে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন; বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন; লেখক, পাঠক, অনুবাদক ও প্রকাশক সবার জন্য এই বইটিকে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন।

আমীমুল ইহসান

২৮-১০-২০২০

সূচিপত্র

সুরা ইউসুফ : অমলিন সেই ইতিহাস ⁞ ১৩

ইতিহাসের সারমর্ম ⁞ ১৩

ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনি ⁞ ১৪

প্রথম রুকু : শিশু ইউসুফের স্বপ্ন—ইতিহাসের স্নিগ্ধ সকাল ⁞ ২৫

দ্বিতীয় রুকু : কূপবন্দী ইউসুফ—মিসরের পথে যাত্রা ⁞ ৩২

তৃতীয় রুকু : রাজপ্রাসাদে ইউসুফ—নারী যখন ফাঁদ পাতে ⁞ ৪৯

চতুর্থ রুকু : ছলনার কুটিল জাল—ইউসুফের কারাদণ্ড ⁞ ৬১

পঞ্চম রুকু : কারাবন্দী ইউসুফ—তাওহিদের দাওয়াহ ⁞ ৬৮

ষষ্ঠ রুকু : রাজার স্বপ্ন—স্বপ্নের তাবির ⁞ ৭৬

সপ্তম রুকু : কারাগার থেকে সিংহাসন ⁞ ৮১

অষ্টম রুকু : ভাইদের মিসর আগমন—ইউসুফের পরিকল্পনা ⁞ ৮৯

নবম রুকু : দুই সহোদরের মিলন—সংকটে ভাইয়েরা ⁞ ৯৮

দশম রুকু : বিব্রতকর পরিচয়পর্ব—আপনিই তবে ইউসুফ? ⁞ ১০৬

একাদশ রুকু : পিতা-পুত্রের মিলন—স্বপ্ন যখন সত্যি হলো ⁞ ১১৬

দ্বাদশ রুকু : তাওহিদ ও শিরক—নবিদের দাওয়াহ ⁞ ১২৪

সুরা ইউসুফ : অমলিন সেই ইতিহাস

কুরআনুল কারিমে বর্ণিত সাইয়িদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের গল্পটি এক অনন্য মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ যেন গল্প নয়, ইলম ও হিকমত আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য। পুরো গল্পটি কুরআনুল হাকিমে একটি পূর্ণ সুরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি একমাত্র ইউসুফ আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো নবির কাহিনি এভাবে আলাদা সুরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। ইউসুফ আলাইহিস সালামের নাম পুরো কুরআনে ২৬ বার এসেছে; শুধু সুরা ইউসুফে এসেছে ২৪ বার। সুরা ইউসুফ হিজরতের পূর্বে মক্কায় নাজিল হয়।

ইতিহাসের সারমর্ম

ইউসুফ আলাইহিস সালামের ১১ জন ভাই ছিল। পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁকেই সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। শিশু ইউসুফ একবার স্বপ্নে দেখেন : সূর্য, চাঁদ ও ১১টি তারকা তাঁকে সিজদা করছে। তিনি পিতাকে এই স্বপ্নের কথা জানালে তিনি বলেন, 'ছেলে আমার, তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের কখনো বোলো না। তারা জানলে তোমার প্রতি হিংসায় জ্বলে উঠবে।'

এদিকে শয়তান তাঁর ভাইদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, তোমরা যদি পিতার ভালোবাসা পেতে চাও, তবে ইউসুফকে সরাতে হবে; যতদিন সে থাকবে, তোমরা পিতার স্নেহ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকবে। অবশেষে তারা কৌশলে তাঁকে পিতার কাছ থেকে নিয়ে যায় এবং সবাই মিলে পরামর্শ করে তাঁকে একটি কূপে ফেলে দেয়। পরে পিতাকে এসে বলে, 'ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।'

একটি বাণিজ্য-কাফেলা ওই কূপের পাশ দিয়ে মিসর যাচ্ছিল। তারা পানির জন্য কূপে বালতি ফেললে ওই বালতিতে উঠে আসে শিশু ইউসুফ। কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে মিসরে নিয়ে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাঁকে কিনে নেয় মিসরের বাদশাহ। স্ত্রীর হাতে শিশু ইউসুফকে তুলে দিয়ে সে বলে,

একে সযত্নে প্রতিপালন করো। ধীরে ধীরে ইউসুফ শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেন। তারপর একসময় তাঁর অপরূপ চেহারায় ফুটে ওঠে যৌবনের নির্মল দীপ্তি। বাদশাহর স্ত্রী তরুণ ইউসুফের প্রেমে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাড়নায় তাঁকে ফুসলাতে থাকে। কিন্তু পরিশুদ্ধচিত্ত তরুণ ইউসুফ তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে এই নারীটির চক্রান্তে তাঁকে জেলে যেতে হয়। জেলে গিয়ে তিনি তাওহিদের দাওয়াত দেন। পরে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। বাদশাহ তাঁকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দক্ষতার সঙ্গে অর্থমন্ত্রণালয় সামলান। এরপর নানান নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে বাবা-মা ও ভাইদের পুনর্মিলন ঘটে এবং শৈশবে দেখা তাঁর স্বপ্নে বাস্তবতার রং লাগে।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনি

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১২ জন সন্তান ছিল। ইউসুফ ও বিনয়ামিন ছিলেন সহোদর। বাকিরা অন্য মায়ের। পিতা ইয়াকুবের হৃদয়জুড়ে ছিল শিশু ইউসুফের ভালোবাসা। সৎভাইয়েরা এটি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। তাদের অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে হিংসার আগুন।

গল্পটি শুরু হয়, শিশু ইউসুফের একটি স্বপ্নের মাধ্যমে। ইউসুফ তাঁর পিতাকে বলে, 'বাবা, আমি স্বপ্নে দেখেছি, সূর্য, চাঁদ ও ১১টি তারা আমাকে সিজদা করছে।' সব শুনে ইয়াকুব আলাহিস সালাম আদরের পুত্রকে নসিহত করেন, 'দেখো ইউসুফ, এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদেরকে বোলো না। ওরা জানলে ওদের হিংসা আরও বেড়ে যাবে; তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করবে।'

কিন্তু কীভাবে যেন এই স্বপ্নের কথা হিংসুক ভাইদের কানে চলে যায়। তারা ঘৃণা ও হিংসায় অস্থির হয়ে ওঠে। ইউসুফের বিষয়টি নিয়ে তারা রীতিমতো পরামর্শে বসে। প্রথমে তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব ওঠে। পরে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ইউসুফকে গভীর কোনো কূপে ফেলে দেওয়া হবে। এতেই তাদের অন্তরের আগুন নিভবে আর পিতার স্নেহসিক্ত মনোযোগ তাদের দিকে নিবদ্ধ হবে।

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম শিশু ইউসুফকে সব সময় চোখে চোখে রাখেন। তাঁকে কূপে ফেলতে হলে আগে পিতার কাছ থেকে তাঁকে আলাদা করতে হবে। অনেক চিন্তাভাবনা করে তারা ফন্দি আঁটে—খেলাধুলার নাম করে ইউসুফকে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য পিতাকে রাজি করতে হবে।

যেই ভাবা সেই কাজ। তারা পিতাকে গিয়ে বলে, 'বাবা, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের মোটেও বিশ্বাস করেন না। তাকে কেন আপনি আমাদের সাথে খেলতে দেন না? আপনি রাজি হলে, আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। সে মাঠে আমাদের সঙ্গে খেলাধুলা করবে, ছোটাছুটি করবে। আর আমরা এতগুলো ভাই আছি, আমরা তাকে দেখেশুনে রাখব।' ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন, 'ইউসুফ কাছে না থাকলে আমার ভালো লাগে না। তা ছাড়া তোমাদের অবহেলার সুযোগে তাকে বাঘেও তো খেয়ে ফেলতে পারে।' ভাইয়েরা উত্তর দেয়, 'আমরা এত শক্তিশালী একটি দল থাকতেও যদি ইউসুফকে বাঘে খেতে পারে, তাহলে আমরা থেকে লাভ কী?' অবশেষে ভাইদের পীড়াপীড়িতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম রাজি হন।

ভাইয়েরা শিশু ইউসুফকে নিয়ে দূরের এক কূপের কাছে চলে যায়। নিষ্পাপ একটি শিশুকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে এই পাষণ্ডগুলোর অন্তরে একটুও দয়া হয়নি। তারপর ইউসুফের জামাটিতে রক্ত লাগিয়ে সন্ধ্যায় পিতার নিকট ফিরে আসে তারা। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'বাবা, আমরা ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে দৌড়-প্রতিযোগিতা করছিলাম। এই সুযোগে এক বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। এই দেখুন, তার রক্তমাখা জামা!' ইয়াকুব আলাইহিস সালাম অন্তরে খুব চোট পান। কলিজার টুকরো সন্তানকে হারিয়ে তিনি যেন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন, ছেলেরা তাঁর সঙ্গে মিথ্যা বলছে। বাঘে খেলে তো জামা ছিঁড়ে যাওয়ার কথা। শিকারের শরীর থেকে বাঘ কখনো এভাবে অক্ষত জামা খুলে নিতে পারে না। কিন্তু তাঁর কিছুই করার ছিল না। তিনি শুধু বলেন, 'তোমরা মিথ্যা বলছ, এমন কিছুই ঘটেনি। তোমরা আমাকে শোনানোর জন্য একটি গল্প ফেঁদেছ মাত্র।' তিনি সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে সোপর্দ করেন এবং সবর করার সিদ্ধান্ত নেন।

অসহায় ইউসুফ অন্ধকার কূপে বসে ছিলেন। এই সময় একটি বাণিজ্য-কাফেলা কূপের পাশ দিয়ে মিসর যাচ্ছিল। তারা পানি তোলার জন্য কূপে বালতি ফেলে। বালতিতে উঠে আসেন শিশু ইউসুফ। কাফেলার লোকেরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। আরে! এ যে ফুটফুটে এক শিশু। একে তো আমরা মিসরের বাজারে বিক্রি করতে পারব। বিনা পুঁজিতে বিনা পরিশ্রমে কয়েকটি দিরহাম লাভ করতে পারলেও মন্দ কী!

কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে মিসরের বাজারে বিক্রি করে দেয়। তাঁকে ক্রয় করে মিসরের রাজা। কূপ থেকে একেবারে রাজপ্রাসাদে গিয়ে ওঠেন তিনি। এখানে শুরু হয় তাঁর এক নতুন জীবন। রাজা তাঁকে থাকার সুব্যবস্থা করে দেয়। ধীরে ধীরে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেন তিনি। তারপর একসময় ভোরের রুপালি আলোর মতো তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর মুখাবয়বে ফুটে ওঠে যৌবনের দীপ্তি। রাজার স্ত্রী ইউসুফের রূপ-সৌন্দর্যে ভীষণ প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। সে তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অবশেষে সুযোগ বুঝে একদিন তাঁকে রাজপ্রাসাদের এক নির্জন কক্ষে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর সঙ্গে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে তাঁকে প্ররোচিত করতে শুরু করে। পরিশুদ্ধচিত্তের এই তরুণকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুন্দরী নারীর এই মারাত্মক ছলনার জাল থেকে হিফাজত করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আপনার স্বামী আমার মনিব। তিনি আমার থাকার সুব্যবস্থা করেছেন। আমি তার সঙ্গে গাদ্দারি করতে পারি না।' তারপর পড়িমড়ি করে দরোজার দিকে ছুটে যান। তাড়নাকাতর ক্ষুব্ধ নারীটি পেছন থেকে তাঁর জামা ধরে ফেলে। হেঁচকা টানে ইউসুফের জামার পেছনের একটি অংশ ছিঁড়ে যায়। দরোজার কাছে গিয়েই তারা মুখোমুখি হয় স্বয়ং মিসর-সম্রাটের—নারীটির স্বামীর। নিজেকে বাঁচাতে নারীটি আশ্রয় নেয় মারাত্মক ধূর্তামির। উল্টো ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে ফাঁসিয়ে দিতে সে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, 'যে লোকটি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কুকর্ম করতে উদ্যত হয়েছে, তার কী শাস্তি হতে পারে? তাকে হয়, কারাগারে নিক্ষেপ করুন, নয় অন্য কোনো কঠিন শাস্তি দিন!' ইউসুফ আলাইহিস সালাম দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'সে-ই আমাকে ফুসলিয়েছে।'

নারীটির জনৈক আত্মীয় ফায়সালা দেয়, 'যদি জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে নারীর দোষ, পুরুষটি সত্যবাদী আর যদি সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তবে পুরুষের দোষ, নারীটি সত্যবাদী। দেখা গেল, ইউসুফের জামা পেছন থেকে ছেঁড়া। এখান থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নির্দোষ হওয়ার একটি আলামত পাওয়া যায়।

এদিকে শহরের নারীদের মাঝে কানাঘুষা শুরু হয়, রাজার স্ত্রী সামান্য এক কর্মচারীর প্রেমে পড়েছে! এ নিয়ে নারীমহলে ব্যাপক সমালোচনা চলতে থাকে। এই খবর রাজার স্ত্রীর কানে এলে, সে তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা ফাঁদ পাতার কৌশল গ্রহণ করে। সমালোচনাকারী নারীদের সে রাজপ্রাসাদে দাওয়াত করে। নাশতা হিসেবে সবার সামনে ফলমূল পরিবেশন করে এবং প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দেয়। ভোজনপর্বের শুরুতে সবাই ছুরি দিয়ে ফল কাটতে যাবে এই মুহূর্তে সে ইউসুফকে তাদের সামনে আসতে বলে। ইউসুফের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে নারীরা সম্বিত হারিয়ে ফেলে। ইউসুফের দিকে তাকাতে গিয়ে তারা ফল কাটতে গিয়ে হাতও কেটে ফেলে। সবার হাত রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তারা বলে ওঠে, 'সুবহানাল্লাহ! এ তো মানুষ নয়, কোনো মহিমান্বিত ফেরেশতা!' রাজার স্ত্রী তাদের বলে, 'তোমরা একে নিয়েই আমার সমালোচনা করেছিলে। আমিই তাকে প্ররোচিত করেছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে।' একই সঙ্গে সে ইউসুফকেও ধমকি দেয়—যদি সে তার সঙ্গে একান্তে মিলিত হতে রাজি না হয়, তবে তাকে জেলে পুরেই সে দম নেবে এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে।

অবস্থা বেগতিক দেখে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেন; তাঁর কাছে নারীর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, 'হে আমার রব, এই নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে আমার কাছে কারাজীবনই প্রিয়; আপনি আমাকে এই ফিতনা থেকে উদ্ধার না করলে আমি নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব।' অবশেষে তাঁকে কারাগারে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম কারাগারে গিয়ে যেন স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে পান। সেখানে তাঁর সঙ্গে আরও দুজন বন্দী ছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালামের উন্নত চরিত্র ও পূতপবিত্র ব্যক্তিত্ব দেখে তারা খুবই মুগ্ধ হয়। তিনি তাদের

তাওহিদের দাওয়াত দেন। শিরক পরিত্যাগ করে পরাক্রমশালী এক আল্লাহর ইবাদত করার সবক দেন।

একদিন কারাগারের দুই সঙ্গী তাঁকে স্বপ্নের তাবির জিজ্ঞেস করে। একজন বলে, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথায় রুটি বহন করছি আর সেখান থেকে পাখিরা ঠুকরে খাচ্ছে।' দ্বিতীয় জন বলে, 'আমি দেখেছি, আমি আঙুর নিংড়ে মদ বানাচ্ছি।' ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'স্বপ্নদুটির ব্যাখ্যা হলো, তোমাদের একজনকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে আর অপর জন মুক্তি পাবে এবং সে গিয়ে মনিবকে মদ পান করাবে। এটিই আল্লাহর ফায়সালা, এর অন্যথা হবে না।'

যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'তুমি যখন তোমার মনিব মিসর-সম্রাটের কাছে যাবে, তাকে আমার কথা বলবে।' কিন্তু অবশেষে সে যখন মুক্তি পায়, সম্রাটের কাছে ইউসুফের কথা তুলতে ভুলে যায়। তাই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আরও কিছু দিন কারাগারে কাটাতে হয়।

একদিন মিসরের রাজা আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখে—সাতটি মোটা গরু অপর সাতটি চিকন গরুকে গিলে খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ অপর সাতটি শুষ্ক শীষকে গিলে খাচ্ছে। এই কাণ্ড দেখে রাজা ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে। দরবারের জ্ঞানী-গুণীদের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তারা বলে, এটি অর্থহীন স্বপ্ন, এর তাবির আমরা জানি না। এমন সময় মুক্তিপ্রাপ্ত সাথিটির মনে পড়ে যায় ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা। সে বলে, 'কারাগারে এক সম্মানিত ব্যক্তি আছেন, তিনিই পারবেন এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে।' রাজার অনুমতি নিয়ে সে কারাগারে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে দেখা করতে আসে। তিনি বলেন, 'এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, তোমরা লাগাতার সাত বছর চাষ করবে; এ সময়ে তোমরা যে শস্য কেটে আনবে, তার মধ্যে তোমাদের খাওয়ার জন্য অল্প পরিমাণ ছাড়া বাকিটা সঞ্চয় করে রাখবে। এর পর আসবে কঠিন সাতটি বছর, চারদিকে শুরু হবে দুর্ভিক্ষ। ফল-ফসল কিছুই উৎপাদিত হবে না। এই সাত বছর তোমরা পূর্বের সঞ্চয়কৃত খাদ্যশস্য খাবে। অবশ্য বীজের জন্য কিছু রাখবে।'

এই তাবির শুনে রাজা খুবই সন্তুষ্ট হয়। সে ইউসুফকে নিজের একান্ত সহচর ও পরামর্শদাতা হিসেবে পেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি অমীমাংসিত রেখে কারাগার থেকে বের হতে অস্বীকৃতি জানান। পরে রাজার স্ত্রী স্বীকার করে, সে-ই ইউসুফকে ফুসলিয়েছিল। ইউসুফ নির্দোষ। তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম কারাগার থেকে বের হয়ে আসেন এবং মিসরের ধনভান্ডারের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম টানা সাত বছর ধরে পুরো দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন, ফসল-উৎপাদন-ব্যবস্থা তদারকি করেন, আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। অবশেষে সাত বছর পর দুর্ভিক্ষ এসে হানা দেয়। মানুষ দলে দলে রাজকোষাগার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য ভিড় জমাতে থাকে। অন্য সবার সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরাও মিসরে আসে খাদ্যশস্য সংগ্রহের আশায়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম দেখেই তাদের চিনে ফেলেন। কিন্তু তারা সিংহাসনে বসা ইউসুফকে চিনতে পারেনি। তারা নিজেদেরকে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান বলে পরিচয় দেয়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের খুব খাতির করেন; প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করেন। তারপর তাদের বলেন, 'তোমরা যদি সত্যিই ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান হয়ে থাকো, তাহলে তোমরা তোমাদের ভাই বিনয়ামিনকেও আগামীবার নিয়ে আসবে, যাতে প্রমাণ হয়, তোমরা মিথ্যা বলনি। আর মনে রেখো, ভাইকে ছাড়া এলে তোমাদের জন্য খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেওয়া হবে না। তাই ভাইকে ছাড়া দ্বিতীয়বার এসো না।' তাদের দ্বিতীয়বার আসার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে তিনি আরও একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কর্মচারীদের বলেন, 'খাদ্যশস্যের মূল্যবাবদ তারা যে দিরহামগুলো এনেছে, সেগুলো তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও। যাতে মূল্যের অভাবে তাদের দ্বিতীয়বার আসতে কোনো অসুবিধা না হয়।'

ভাইয়েরা ঘরে ফিরে গিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তা খুলে দেখে, পুরো দাম তাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা খুবই খুশি হয়। পিতা ইয়াকুবকে বলে, 'বাবা, রাজা বলেছে, আমরা যদি ভাই বিনয়ামিনকে নিয়ে না যাই, তাহলে তারা আর আমাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ করবে না। তাই আগামীবার যাওয়ার সময়

বিনয়ামিনকেও আমাদের সঙ্গে পাঠাতে হবে। আমরা তাকে দেখেশুনে রাখব।' ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন, 'ইউসুফকে যেভাবে দেখেশুনে রেখেছিলে, সেভাবেই রাখবে?' সন্তানদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি বিনয়ামিনকে তাদের সঙ্গে পাঠাতে রাজি হন। তবে তার আগে তিনি তাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে কসম নেন, যেকোনো মূল্যে তারা বিনয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবে। ছেলেরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে এবং বিনয়ামিনকে নিয়ে মিসর রওয়ানা হয়। তিনি তাদের নসিহত করেন, 'সবাই এক ফটক দিয়ে প্রবেশ কোরো না। ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে, যাতে তোমাদেরকে সংঘবদ্ধ দুষ্কৃতিকারী বলে কেউ সন্দেহ না করে।'

অবশেষে তারা মিসর পৌঁছে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম সহোদর বিনয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার জন্য একটি কৌশল করেন। বিনয়ামিনের মালপত্রের বস্তায় শাহি পানপাত্রটি রেখে দেন। এদিকে রাজার কর্মচারীরা ঘোষণা করে— শাহি পানপাত্র হারিয়ে গেছে, যে খুঁজে দিতে পারবে, তাকে এক উটবোঝাই খাদ্যশস্য দেওয়া হবে। তারপর তারা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'থামো তোমরা! তোমরাই চুরি করেছ।' ভাইয়েরা বলে, 'দেখুন, আমরা এখানে দুষ্কৃতি করতে আসিনি।' কর্মচারীরা তাদের পাল্টা প্রশ্ন করে, 'যদি তোমাদের কারও কাছে শাহি পানপাত্র পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে?' ভাইয়েরা বলে, 'তাহলে যার কাছে পাওয়া যাবে, তাকে তোমরা দাস বানিয়ে নেবে। আমাদের আইনে এটিই চুরির শাস্তি।' তল্লাশি শুরু হয় অন্য ভাইদের মালপত্র থেকে। অবশেষে বিনয়ামিনের বস্তা থেকে পানপাত্রটি বের হয়। ফলে বিনয়ামিনকে রাজার কর্মচারীরা রেখে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ভাইয়েরা চিন্তায় পড়ে যায়। তারা বুঝে উঠতে পারে না এখন কী করবে! বাবাকে গিয়েই বা কী জবাব দেবে। তারা রাজাকে অনুরোধ করে, বিনয়ামিনের বদলে যেন তাদের একজনকে রেখে দেওয়া হয়। কারণ বিনয়ামিনের বৃদ্ধ পিতা তাকে না পেলে খুবই মর্মাহত হবেন। কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'একজনের অপরাধের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া তো জুলুম। আমরা তো জালিম হতে পারি না।' তাদের মধ্যে যে বড় সে বলে, 'আমি এই মিসর থেকে যাব না, যতক্ষণ না আমার বাবা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ ভিন্ন কোনো ফায়সালা করেন। আমি তাঁকে মুখ দেখাতে পারব না।'

ভাইয়েরা পিতার কাছে এলে তিনি অস্থির হয়ে জানতে চান, 'বিনয়ামিন কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?' তারা বলে, 'আপনার ছেলে চুরি করেছে। রাজার লোকেরা তাকে রেখে দিয়েছে।' ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তারা বলে, 'বিশ্বাস না হলে আপনি কাফেলার অন্য সবার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

এই ঘটনায় ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন। ইউসুফের শোক তাঁর হৃদয়ে নতুনভাবে তাজা হয়ে ওঠে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং সবর করার সিদ্ধান্ত নেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ সাদা হয়ে যায়। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তবুও এই আশা প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ তাকে একদিন উভয় সন্তানকেই ফিরিয়ে দেবেন। তিনি সন্তানদের পুনরায় মিসর পাঠান, হারানো ভাইদের তালাশ করতে বলেন।

ভাইয়েরা খাদ্যশস্যের জন্য পুনরায় মিসর যায়। তারা তাদের চরম অভাব ও দারিদ্র্যের কথা তুলে ধরে রাজার কাছে বিনীতভাবে সাহায্য চায়। এবার ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের বলেন, 'তোমাদের মনে আছে, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিলে?' ভাইয়েরা হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়ে। বিস্ফোরিত নেত্রে তারা রাজার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, 'তাহলে আপনিই কি ইউসুফ?' তিনি বলেন, 'হাঁ, আমিই ইউসুফ আর ও আমার ভাই বিনয়ামিন। আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' ভাইয়েরা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন আর আমরা সত্যিই অপরাধী ছিলাম।' ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। তোমরা এই জামাটি নিয়ে বাবার কাছে যাও; এটি তাঁর চোখে লাগালে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর বাবা-মা ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে তোমরা আমার কাছে চলে এসো।'

অবশেষে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে মিসর রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি বলেন, 'আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামাটি তাঁর চোখে রাখা হলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। তিনি সন্তানদের বলেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আল্লাহর

কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না।' তখন সব ভাইয়েরা পিতার কাছে ক্ষমা চান। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।'

ইউসুফ আলাইহিস সালাম পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করেন। তাদেরকে উঁচু আসনে বসান। তারপর বাবা-মা ও ১১ ভাই ইউসুফ আলাইহিস সালামের সম্মানে তাঁকে সিজদা করেন।[১২] এই দৃশ্য দেখে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'বাবা, এটি তো তোমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের তাবির।'

১২. ইমাম জাসসাস ﵀ তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী নবিগণের শরিয়তে বড়দের প্রতি সম্মানসূচক সিজদা করা বৈধ ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়তে তা রহিত হয়ে গেছে।